সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়
ডাইরী নং ৬০৪ তারিখ ২০/০৩/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯
www.btv.gov.bd

নং-১৫.৫৪.০০০০.০২১.০৬.০৬১.২৩/ ৫০৫

তারিখ : ০৫ চৈত্র ~~ফাল্গুন~~ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৯ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গৃহীত সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটাইজেশন সেবার ডকুমেন্টেশন ও প্রসেস ম্যাপ ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উল্লিখিত বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের গৃহীত সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটাইজেশন সেবার ডকুমেন্টেশন ও প্রসেস ম্যাপ ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

০২। বিষয়টি অতীব জরুরি।

সংযুক্তি: ..০৬.. পাতা।

১৯/০৩/২৪
(মো: নাছিমুজ্জামান)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
ফোন:৫৫১৩১৯৮৭ (অফিস)

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
বাংলাদেশ টেলিভিশন
ঢাকা।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর কার্যালয়	
সিস্টেম এনালিস্ট	☐ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
প্রোগ্রামার-১	☐ উপস্থাপন করুন
প্রোগ্রামার-২	☐ কথা বলুন
পিএ	☐ তাগিদ দিন
	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

২০/০৩/২৪

২০/০৩/২৪

৫৪৭

বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেবা সহজিকরণ

ক্যাবল অপারেটর লাইসেন্স এর অনলাইনে আবেদন গ্রহণ:

ভূমিকা: বাংলাদেশ টেলিভিশন কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ এবং কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০১০, দি ওয়ারলেস টেলিগ্রাফী অ্যাক্ট, ১৯৩৩ এবং দি টেলিভিশন রিসিভিং এ্যাপরেটাস (পজেশন এন্ড লাইসেন্সিং) রুলস্, ১৯৭০ অনুসরণে কেবল অপারেটর লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার অন্তর্গত ক্যাবল অপারেটরগনের লাইসেন্স প্রদানের আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বের অবস্থা: ক্যাবল অপারেটরগন বাংলাদেশ টেলিভিশন হতে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রযোজনীয় কাগজপত্রসহ প্রক্রিয়াকরন ফি বাবদ অর্থ ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা প্রদান করেন। আবেদনকারীর আবেদন ও কাগজপত্র জেলা প্রশাসন বরাবর প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক হতে ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা: বাংলাদেশ টেলিভিশনের সরকারি রাজস্বের বড় একটা অংশ কেবল অপারেটর লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে আয় করে থাকে। নতুন লাইসেন্স গ্রহণ /নবায়নের জন্য প্রতি মাসে অসংখ্য আবেদন জমা হয়। উক্ত আবেদন যাচাই বাছাই , জেলাপ্রশাসক এর ইতিবাচক প্রতিবেদন এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় । এছাড়া, দাখিলকৃত আবেদন ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সময় ব্যয় হয় । সেই সাথে লাইসেন্স বাবদ প্রদত্ত অর্থ পুনরায় ব্যাংক ড্রাফট/ চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমার জন্যও সময় অতিবাহিত হয়। ফলে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হলে সময় ও আবেদন অধিকতর সহজতর হবে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা: স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেবা প্রদান কার্যক্রমকে আধুনিক ও গতিশীল করার কেবল অপারেটরদের বিদ্যমান লাইসেন্সে এর গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি এর অনলাইন আবেদন ফরম পূরণের পাশাপাশি সকল ধরণের সংযুক্তি প্রদান করা যাবে। একই সাথে লাইসেন্স ফি বাবদ জমাকৃত অর্থ ই চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চালানের কপি ও অন্যান্য কাগজপত্র সংযুক্তি প্রদান পূর্বক সাবমিট করা যাবে। ফলে পূরণকৃত আবেদন জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বিটিভিতে আসতে হবেনা । এছাড়াও, অনলাইনে আবেদন বিধায় আবেদন ফরম নির্ভুল ভাবে পূরণ করা সহজ হবে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা ও সেবা গ্রহণকারী দুপক্ষের সময় ও বিড়ম্বনা হ্রাস পাবে এবং সেবার মান আরো বৃদ্ধি পাবে।

মন্তব্য: বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেবা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ক্যাবল অপারেটর লাইসেন্স এর অনলাইন এ আবেদন গ্রহন করা হলে লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রদান কার্যক্রমকে আরো যুগোপযোগি ও স্মার্ট করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবা প্রদান কার্যক্রম আরো সহজতর হবে।

মোঃ নাছিরুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ টেলিভিশন

সেবার নাম: ক্যাবল অপারেটর লাইসেন্স এর অনলাইন আবেদন গ্রহণ
উদ্যোগের উদ্দেশ্য: লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণ

পূর্বের অবস্থা	বর্তমান অবস্থা
প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লাইসেন্স ফি বাবদ প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফট/পেঅর্ডার বিটিভিতে ডাকযোগে বা হাতে হাতে প্রেরণ।	বাংলাদেশের যেকোন অঞ্চল থেকে অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন ফরম পূরণ এবং লাইসেন্স ফি চালানের মাধ্যমে প্রদান করত: আবেদন অনলাইনে তাৎক্ষণিক জমা প্রদান এবং আবেদনের ট্র্যাকিং নাম্বর সংগ্রহ।
ড্রাফট/ পে অর্ডার	চালান/A-চালান
সঠিক ব্যাংক ড্রাফট/ পে অর্ডার	সঠিক চালান/Aচালান
সকল কাগজপত্রের সঠিকতা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান।	সকল কাগজপত্রের সঠিকতা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান।
নির্দিষ্ট কোডে চালানের মাধ্যমে সরকারী অর্থ জমা প্রদান ও হিসাব সংরক্ষণ।	নির্দিষ্ট কোডে প্রেরণকৃত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ।

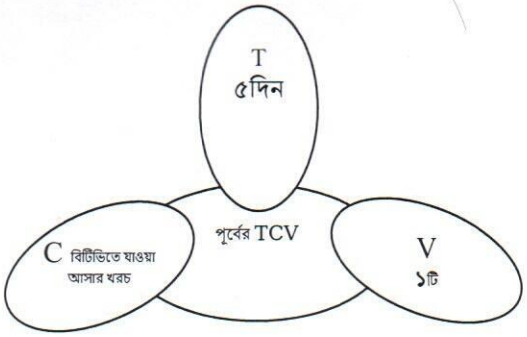

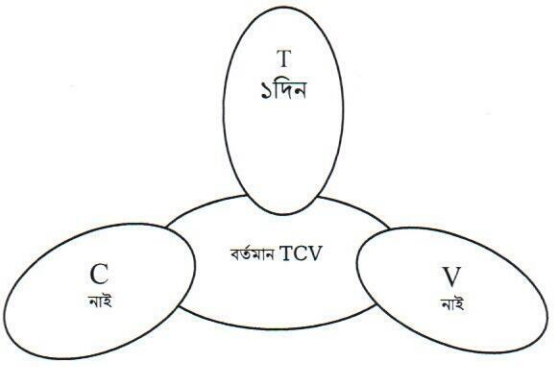

ফলাফল:

- অনলাইনে ক্যাবল লাইসেন্স এর আবেদন গ্রহণের ফলে দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- সেবা গ্রহীতার সময়, যাতায়াত খরচ ও ভিজিট সংখ্যা হ্রাস পাবে।
- সেবা প্রদান প্রক্রিয়া স্মার্ট হবে।

মোঃ নাছিমুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সেবা সহজিকরণ

ফিড অপারেটর লাইসেন্স এর অনলাইনে আবেদন গ্রহণ:

ভূমিকা: বাংলাদেশ টেলিভিশন কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ এবং কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা ২০১০, দি ওয়ারলেস টেলিগ্রাফী অ্যাক্ট, ১৯৩৩ এবং দি টেলিভিশন রিসিভিং এ্যাপরেটাস (পজেশন এন্ড লাইসেন্সিং) রুলস্, ১৯৭০ অনুসরণে কেবল অপারেটর লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক সেবার অন্তর্গত ফিড অপারেটরগনের লাইসেন্স প্রদানের আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বের অবস্থা: ফিড অপারেটরগন বাংলাদেশ টেলিভিশন হতে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রযোজনীয় কাগজপত্রসহ প্রক্রিয়াকরণ ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থ ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে জমা প্রদান করেন। আবেদনকারীর আবেদন ও কাগজপত্র জেলা প্রশাসন বরাবর প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসকের দপ্তর থেকে ইতিবাচক প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা: বাংলাদেশ টেলিভিশনের সরকারি রাজস্বের বড় একটা অংশ ফিড অপারেটর গনের লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে আয় করে থাকে। নতুন লাইসেন্স গ্রহণ /নবায়নের জন্য প্রতি মাসে অসংখ্য আবেদন জমা হয়। উক্ত আবেদন যাচাই বাছাই,জেলাপ্রশাসক এর অনুকূলে প্রতিবেদন এবং মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় । এছাড়া, দাখিলকৃত আবেদন ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সময় ব্যয় হয় । সেই সাথে লাইসেন্স বাবদ প্রদত্ত অর্থ পুনরায় ব্যাংক ড্রাফট/চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমার জন্যও সময় অতিবাহিত হয়। ফলে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হলে সময় ও আবেদন প্রক্রিয়া অধিকরতর সহজতর হবে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা: স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেবা প্রদান কার্যক্রমকে আধুনিক ও গতিশীল করার ফিড অপারেটরদের বিদ্যমান লাইসেন্সে এর গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লাইসেন্স এর অনলাইন আবেদন ফরম পূরণের পাশাপাশি সকল ধরণের সংযুক্তি প্রদান করা যাবে। একই সাথে লাইসেন্স ফি বাবদ জমাকৃত অর্থ ই চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে চারানের কপি ও অন্যান্য কাগজপত্র সংযুক্তি প্রদান পূর্বক সাবমিট করা যাবে। ফলে পূরণকৃত আবেদন জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠানকে বিটিভিতে আসতে হবেনা । এছাড়াও,অনলাইনে আবেদন বিধায় আবেদন ফরম নির্ভুল ভাবে পূরণ করা সহজ হবে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতা ও সেবা গ্রহণকারী দুপক্ষের সময় ও বিড়ম্বনা হ্রাস পাবে এবং সেবার মান আরো গতিশীল হবে।

মন্তব্য: বাংলাদেশ টেলিভিশনের সেবা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় ক্যাবল অপারেটর লাইসেন্স এর অনলাইন এ আবেদন গ্রহণ করা হলে লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রদান কার্যক্রমকে আরো যুগোপযোগি ও স্মার্ট করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবা প্রদান কার্যক্রম আরো সহজতর হবে।ক্যাবল অপারেটর লাইসেন্স এর অনলাইন এ আবেদন ফরম বিটিভির ওয়েবসাইটে www.btv.gov.bd তে পাওয়া যাবে।

মোঃ নাহিয়ুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ টেলিভিশন

সেবার নাম: ফিড অপারেটর লাইসেন্স এর অনলাইন আবেদন গ্রহণ

উদ্যোগের উদ্দেশ্য: লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণ

পূর্বের অবস্থা

প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ লাইসেন্স ফি বাবদ প্রদত্ত ব্যাংক ড্রাফট/পেঅর্ডার বিটিভিতে ডাকযোগে বা হাতে হাতে প্রেরণ।

↓

ড্রাফট/ পে অর্ডার

↓ সঠিক ব্যাংক ড্রাফট/ পে অর্ডার

সকল কাগজপত্রের সঠিকতা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান।

↓

নির্দিষ্ট কোডে চালানের মাধ্যমে সরকারী অর্থ জমা প্রদান ও হিসাব সংরক্ষণ।

বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের যেকোন অঞ্চল থেকে অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন ফরম পূরণ এবং লাইসেন্স ফি চালানের মাধ্যমে প্রদান করত: আবেদন অনলাইনে তাৎক্ষণিক জমা প্রদান এবং আবেদনের ট্র্যাকিং নাম্বর সংগ্রহ।

↓

চালান/A-চালান

↓ সঠিক চালান/Aচালান

সকল কাগজপত্রের সঠিকতা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান।

↓

নির্দিষ্ট কোডে প্রেরণকৃত অর্থের হিসাব সংরক্ষণ।

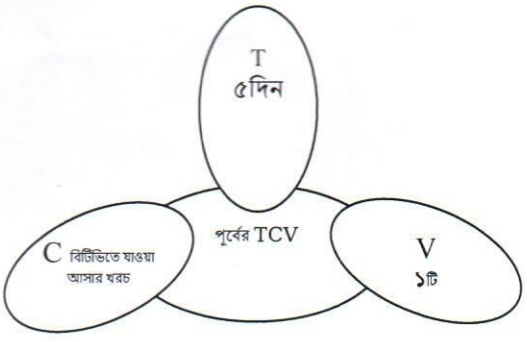

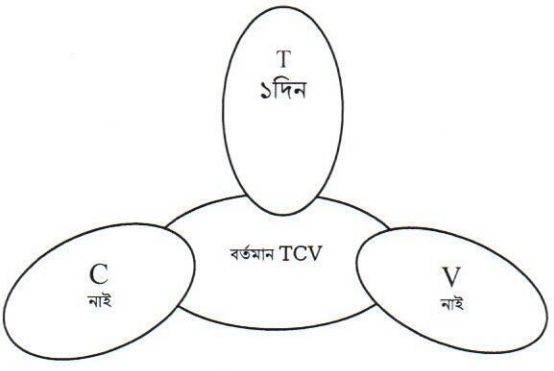

ফলাফল:

- অনলাইনে ফিড অপারেটর লাইসেন্স এর আবেদন গ্রহণের ফলে দাপ্তরিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।
- সেবা গ্রহীতার সময়, যাতায়াত খরচ ও ভিজিট সংখ্যা হ্রাস পাবে।
- সেবা প্রদান প্রক্রিয়া স্মার্ট হবে।

মোঃ নাছিমুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ টেলিভিশন
সদর দপ্তর
রামপুরা, ঢাকা-১২১৯।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ডিজিটাইজেশন সেবা

বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানের তথ্য (অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের তালিকাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ:

ভূমিকা: বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী, নাট্যকার,গীতিকার,পান্ডুলিপি রচয়িতা ও কলাকৌশলী তালিকাভূক্তি এবং গ্রেডেশন নির্ধারণ সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১৫ অনুসরণে বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বিদ্যমান সেবাসমূহকে আরো সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানের তথ্য (অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের তালিকাসহ)ওয়েবসাইটে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান উদ্ভাবনের পূর্বের অবস্থা: শুরু থেকেই বিটিভিতে সম্প্রচারিত বিশেষ অনুষ্ঠানসূচি বিটিভির নোটিশ বোর্ড এবং বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। পাশাপাশি ত্রৈমাসিক, প্রান্তিক টিভি গাইড প্রকাশিত হতো। ফলে বিটিভিতে প্রচারিত সকল অনুষ্ঠানের প্রযোজক, প্রচার সময় এর তথ্য প্রদানের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের নামের তালিকার বিষয়ে অবগত হওয়া সম্ভব হতোনা।

উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা: সরকারি খাতে একমাত্র রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম হিসেবে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রদান ,শিক্ষার প্রসার ,জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও নির্মল আনন্দদানে বিটিভি জনগণের নিকট দায়বদ্ধ। বর্তমানে বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডে নিয়মিতভাবে ২৪ ঘন্টা অনুষ্ঠান প্রচার হয়ে আসছে।ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়ায় বিটিভির বিদ্যমান সিবাসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার অংশ হিসেবে বিটিভির অনুষ্ঠান সূচি অনলাইনে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে দর্শকরা বিটিভির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচারিতব্য অনুষ্ঠানসূচি সম্পর্কে অবগত হতে পারছে । সেইসাথে প্রতিটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের নাম প্রচার করা হলে পছন্দের শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখতে শিল্পীদের আগ্রহ বাড়বে। এতে বিটিভির দর্শক প্রিয়তা বৃদ্ধি পবে।

উদ্ভাবনের পরবর্তী সুবিধা: বিটিভিতে প্রচারিত সকল অনুষ্ঠানের প্রযোজক,প্রচার সময় এর তথ্য প্রদানের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের তালিকাসহ দৈনিক অধিবেশন সূচি ওয়েবসাইটে প্রকাশের ফলে দর্শক বিটিভির ওয়েবসাইটে অনুষ্ঠান সিডিউল দেখে তাঁদের পছন্দের শিল্পীর অনুষ্ঠান দেখার পরিকল্পনা করতে পারবে।এতে করে বিটিভির অনুষ্ঠান সূচি নোটিশ বোড ও পত্রিকায় প্রকাশের প্রয়োজন হবেনা। সেই সাথে দর্শকদের ও বিটিভির অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য পত্রিকা বা অন্য কোন মাধ্যম অবলম্বন করতে হবেনা। আধুনিক ও সহজলভ্য মাধ্যম বিটিভির ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সহজেই অনুষ্ঠানসূচি দেখতে পারবে। ফলে বিটিভির দর্শক জনপ্রিয়তা বাড়বে।

মন্তব্য: সেবাটি ডিজিটাল ও সহজলভ্য হাওয়ায় অফিস ব্যবস্থাপনায় কার্য সম্পদানের ক্ষেত্রে বিটিভির গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, বিটিভির অনুষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য বিটিভির দর্শকরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিটিভির ওয়েবসাইটে থেকে (www.btv.gov.bd) অনুষ্ঠান সূচি সম্পর্কে তাৎক্ষণিক অবহিত হতে পারবে।

মোঃ নাছিমুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)

সেবার নাম: বিটিভির প্রচারিত অনুষ্ঠানের তথ্য (অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের তালিকাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ

উদ্যোগের উদ্দেশ্য: ডিজিটাল সেবার সাথে সাথে স্বচ্ছতাবৃদ্ধি

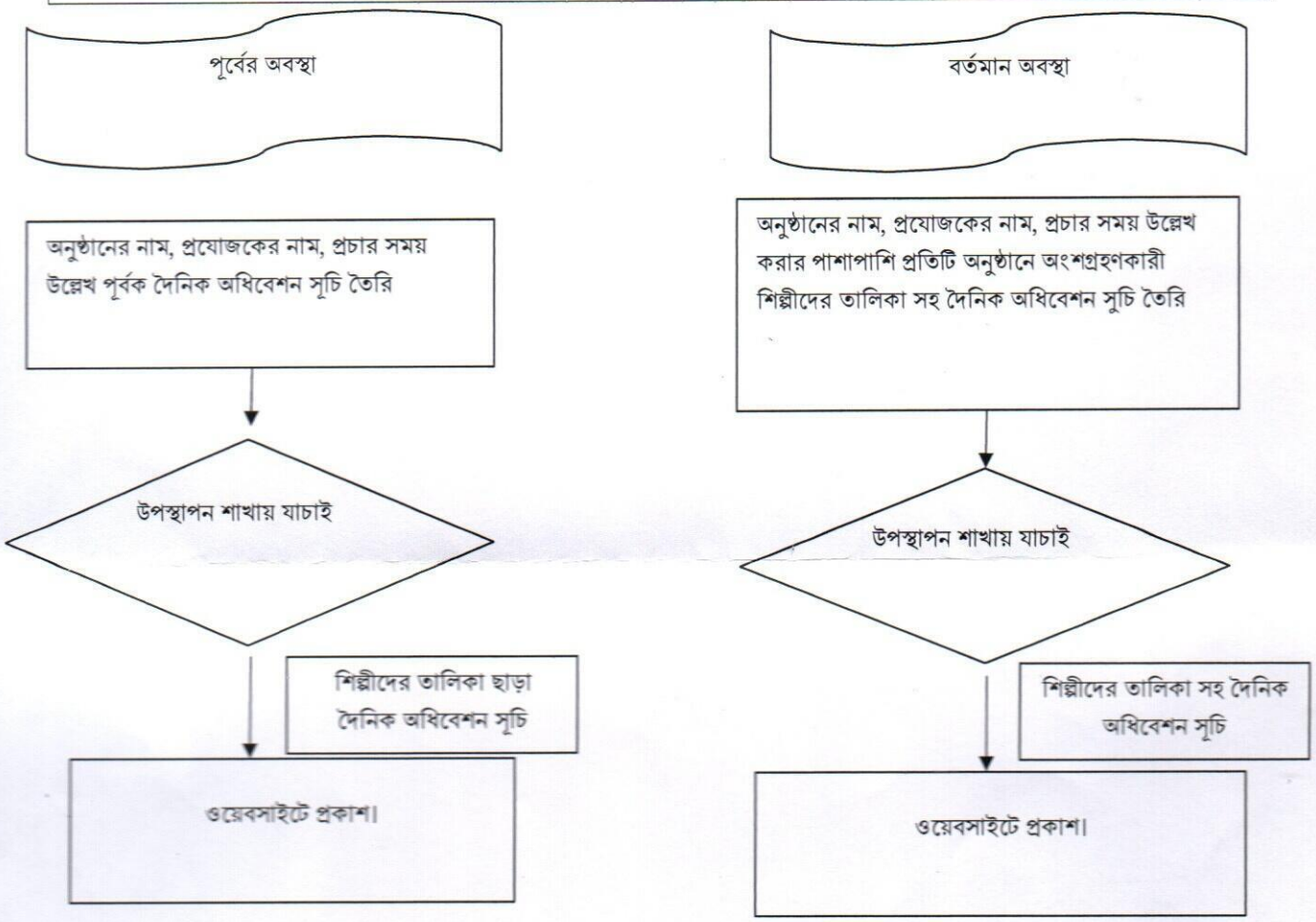

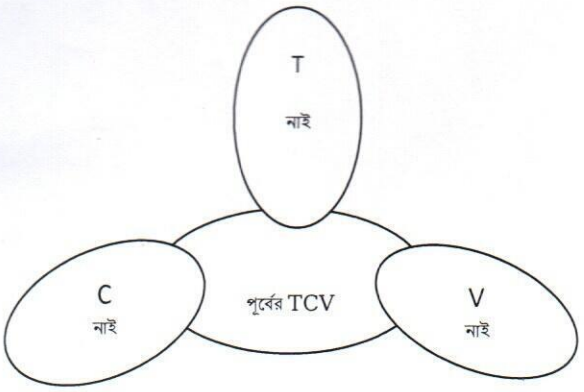

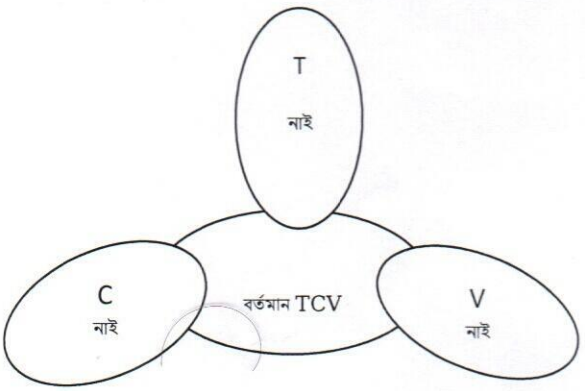

ফলাফল:

- ওয়েবসাইটে শিল্পীদের তালিকাসহ দৈনিক সূচি দেখে তাদের পছন্দের শিল্পীর অনুষ্ঠান দেখতে পারবে।
- সকল শিল্পীদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বৈষম্য নিরসনের পাশাপাশি স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।
- বিটিভির দর্শকপ্রিয়তা বাড়বে।

মোঃ নাহিদুজ্জামান
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ সিরাজুল হক ভূঞা
উপপরিচালক (প্রশাসন)